সহীহ হাদীসের আলোকে

নামাযে দু'পায়ের মাঝে স্বাভাবিক ফাঁক রাখা

রচনায়ঃ

হাফেয মাওলানা মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম।

www.almodina.com

সহীহ হাদীসের আলোকে
নামাযে দু'পায়ের মাঝে স্বাভাবিক ফাঁক রাখা

রচনায়ঃ
হাফেয মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী
মুতাখাসসিস ফিল হাদীস ওয়াল ফিকহ
সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ
গফুর ভিউ এ/১৫৫৫ রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম।
মোবাইলঃ ০১৮১২-৫১৯৫৮৯, ০১৯১৭-০৭২৯৩৫

সর্বস্বত্বঃ
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকঃ
জনাব অলিয়ার রহমান স্মরণে
মুফতি অহিদ ইসলামী গবেষণাগার কৈখালী, সদর, যশোর।

প্রকাশকালঃ
০৯ জানুয়ারী ২০১৬ ঈসায়ী, ২৭ রবিউল আওয়াল ১৪৩৭ হিজরী

কম্পিউটারঃ অকিল উদ্দিন সোহাগ
মূল্যঃ ১৫ (পনের) টাকা মাত্র।

বইটি পড়তে ভিজিট করুন
www.kafelaehaque.com

Sohih Hadiser Aloke Namaje Du' Payer Majhe Shavabik Fank Rakha
By: **Mufti Wakil Uddin Jessoree**
Specialist in Hadith & Islamic law.
Assistant Mufti: darul ifta khadimul quran was sunnah, Chittagong.
Price : 15/- Tk Only.

নামাযে দু'পায়ের মাঝে স্বাভাবিকভাবে ফাঁক রাখা

ইমাম মুক্তাদি একাকী নামায আদায়কারী জামাতে নামায আদায় করুক বা একাকি অবস্থায় নামায আদায় করুন। সকলের জন্য নামাযে দাঁড়ানোর নিয়ম হল, প্রত্যেকেই তার শরীরের গঠন অনুযায়ী দু'পায়ের মাঝে ব্যবধান রেখে দাঁড়াবে, যাতে করে তার কোন প্রকার কষ্ট না হয়। নামাযে খুশু খুযু তথা নামাযের একাগ্রতা নষ্ট না হয়। সাধারণত স্বাভাবিক গঠনের ব্যক্তিদের জন্য চার আঙ্গুল ফাঁকা ব্যবধানই যথেষ্ট হয়।

ফিকহের কিতাবে এসেছে,

وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مِقْدَارُ أَرْبَعِ أَصَابِعِ الْيَدِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْخُشُوعِ.

নামাযে দু'পায়ের মাঝে হাতের চার আঙ্গুলের পরিমাণ ফাঁকা উচিত। কেননা তা নামাযের একাগ্রতার নিকটবর্তী।[১]

وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ أَرْبَعُ أَصَابِعَ فِي قِيَامِهِ.

নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় দু'পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখবে।[২]

তবে অনেকে নামাযে দু' পায়ের মাঝে অধিক পরিমাণ ফাঁক করে দাঁড়ায়, অনেকে আবার নামাযে দাঁড়াতে অন্যের পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়ায়, এটা সম্পূর্ণ ভুল। কিন্তু আহলে হাদীস বন্ধুগণ নামাযে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়ানোর বিষয় যে দলিল পেশ করে থাকেন, তা দ্বারা দলিল পেশ করাও ভুল।

হাদীস শরীফে কাতার সোজা করা বিষয় অনেক গুরুত্ব এসেছে।

কাতার সোজা করা

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

[১] . রদ্দুল মুহতার ৩/৩৮৪ নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট পরিচ্ছেদ, কখনো কখনো ফরয কে রুকন বিপরীতে ব্যবহার করা হয়, আবার কখনো কখনো যা রুকন ও শর্ত নয় তার বিপরীতেও ব্যবহার করা হয়।

[২] . আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া ৩/৬১ নামায অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ নামাযের বৈশিষ্টাবলী, তৃতীয় অনুচ্ছেদ নামাযের সুন্নাত, আদব, ও পদ্ধতিসমূহ।

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের নামাযের কাতারগুলো সোজা ও সমান্তরাল কর। কেননা কাতার সোজা করা নামায পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করার অন্তর্ভূক্ত।[৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা নামাযে কাতার সোজা করে নিবে, কেননা কাতার সোজা করা নামাযের সৌন্দর্যের অন্তর্ভূক্ত।[৪]

নামাযে কাতার সোজা না করার ভয়ঙ্কর পরিণতি

عَنْ النُّعْمَان بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

হযরত নুমান ইবনে বাশীর রা. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা নিজেদের কাতারগুলো সোজা করে সাজাবে। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পরস্পরের চেহারায় বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন।[৫]

عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلاَةِ وَيَقُولُ « اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِى مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ». قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلاَفًا.

হযরত আবু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সময় আমাদের কাঁধ স্পর্শ করে বলতেন, তোমরা সমান্ত রালভাবে দাঁড়াও এবং আগে-পিছে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে দাঁড়িওনা। অন্যথায় তোমাদের

---

[৩] . বুখারী শরীফ ১/১৪৫-১৪৬ হা. ৭২৩ আযান অধ্যায়, কাতার সোজা করা নামাযের পূর্ণতার অঙ্গ।
মুসলিম শরীফ ২/৩০ হা. ১০০৩ নামায অধ্যায়, নামাযের কাতারগুলো শৃঙ্খলভাবে সমান করে সাজানো পরিচ্ছেদ।

[৪] . বুখারী শরীফ ১/১৪৫-১৪৬ হা. ৭২২ আযান অধ্যায়, কাতার সোজা করা নামাযের পূর্ণতার অঙ্গ।
মুসলিম শরীফ ২/৩০ হা. ১০০৫ নামায অধ্যায়, নামাযের কাতারগুলো শৃঙ্খলভাবে সমান করে সাজানো পরিচ্ছেদ।

[৫] . বুখারী শরীফ ১/১৪৫ হা. ৭১৭ আযান অধ্যায়, ইকামতের সময় এবং এর পরে কাতার সোজা করা।
মুসলিম শরীফ ২/৩০ হা. ১০০৬ নামায অধ্যায়, নামাযের কাতারগুলো শৃঙ্খলভাবে সমান করে সাজানো পরিচ্ছেদ।

অন্তর মতভেদে লিপ্ত হয়ে পড়বে। বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে। অতঃপর এই গুণে যারা তাদের নিকটবর্তী তারা পর্যায়ক্রমে এদের কাছাকাছি দাঁড়াবে। আবু মাসউদ রা. বলেন, কিন্তু আজকাল তোমাদের মধ্যে চরম বিভেদ-বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে।[৬]

উপরোক্ত হাদীসের ভাষ্যমতে বুঝা গেল, নামাযের সময় কাতার সোজা করার অনেক গুরুত্ব রয়েছে। আর তাই কাতার সোজা করাকে নামায পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করার অন্তর্ভূক্ত ও নামাযের সৌন্দর্যের অন্তর্ভূক্ত বলে অবহিত করা হয়েছে। আর কাতার সোজা সঠিকভাবে সোজা না করাকে পরস্পরের চেহারা ও অন্তর বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার কারণ হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম অনেক গুরুত্বের সাথে সুন্দর ও সঠিকভাবে কাতার সোজা করতেন। যাতে করে নামাযের কাতারে শয়তান প্রবেশ করতে না পারে। আর তাদের আমল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরামের আমল

উল্লেখ হয়েছে যে,

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করে নাও। কেননা, আমি আমার পিছনের দিক থেকেও তোমাদের দেখতে পাই। হযরত আনাস রা. বলেন, আমাদের প্রত্যেকেই তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলাতাম।[৭]

عَنْ النُّعْمَانِ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ « أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ». ثَلاَثًا « وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ». قَالَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ.

[৬] . মুসলিম শরীফ ২/৩০ হা. ১০০০ নামায অধ্যায়, নামাযের কাতারগুলো শৃঙ্খলভাবে সমান করে সাজানো পরিচ্ছেদ।

[৭] . বুখারী শরীফ ১/১৪৬ হা. ৭২৫ আযান অধ্যায়, কাতারে কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলানো।।

হযরত নু'মান ইবনে বশীর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমবেত ব্যক্তিদের নিকট উপস্থিত হয়ে তিনবার বলেন- তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর। আল্লাহর শপথ! তোমরা কাতার সোজা করে দণ্ডায়মান হবে, অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করবেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর আমি মুসল্লিদেরকে পরস্পর কাঁধে কাঁধ, পায়ে পা এবং গোড়ালির সাথে গোড়ালি মিলিয়ে দাঁড়াতে দেখেছি।[৮] হাদীসটি সহীহ।

ঘাড় সমন্তরাল ও সোজা করা

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنِّى لأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ ».

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কাতারের মধ্যে মিলে মিশে দাঁড়াও। যার হাতে আমার জীবন, তার শপথ! আমি শয়তানকে নামাযের কাতারের মধ্যে ছাগলের ন্যায় প্রবেশ করতে দেখেছি।[৯] হাদীসটি সহীহ।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِى إِخْوَانِكُمْ ». « وَلاَ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو شَجَرَةَ كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمَعْنَى « وَلِينُوا بِأَيْدِى إِخْوَانِكُمْ ». إِذَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الصَّفِّ فَذَهَبَ يَدْخُلُ فِيهِ فَيَنْبَغِى أَنْ يُلَيِّنَ لَهُ كُلُّ رَجُلٍ مَنْكِبَيْهِ حَتَّى يَدْخُلَ فِى الصَّفِّ.

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা নামাযের সময় কাতার সোজা কর, পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও। উভয়ের মাঝে ফাঁকা বন্ধ কর এবং তোমাদের ভাইদের হাতে নরম হয়ে যাও। তোমরা কাতারের মধ্যে শয়তানের দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য ফাঁক রাখবে না। যারা কাতারের মধ্যে পরস্পর মিলিত হয়ে

[৮] . আবু দাউদ ১/২৪৯ হা. ৬২২ নামায অধ্যায়, কাতার সোজা করা পরিচ্ছেদ।
[৯] . আবু দাউদ ১/২৫১ হা. ৬৬৭ নামায অধ্যায়, কাতার সোজা করা পরিচ্ছেদ।

দাঁড়াবে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তার রহমতের অন্তর্ভূক্ত করবেন। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি কাতারে মিলিত হয়ে দাঁড়াবে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে রহমত থেকে বঞ্চিত করবেন।[১০]

উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম নামাযের কাতারে একে অপরের সাথে কাঁধে কাঁধ, পায়ে পা, গোড়ালির সাথে গোড়ালি মিলিত রেখে নামায আদায় করতেন। অর্থাৎ কাঁধের সমান্তরালে কাঁধ, পায়ের সোজা পা, গোড়ালির সোজা গোড়ালি রাখতেন। কিন্তু এর দ্বারা এ উদ্দেশ্য নয় যে, একেবারে কাঁধের সাথে কাঁধ, পায়ের সাথে পা, গোড়ালির সাথে গোড়ালি মিলাতেন। কেননা এমন ভাবে দাঁড়ানো অনেক কষ্টকর ও এমনকি অসম্ভব।

হাদীসে (الزاق) তথা মিলানোর নির্দেশের কথা এসেছে।

হাদীসে পাঁচটি শব্দের ব্যবহার

হাদীসে পাঁচটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে,

১. (منكب) কাঁধ। ২. (عنق) গলা, ঘাড়,। ৩. (ركبة) হাঁটু। ৪. (كعب) গোড়ালি।

৬. (قدم) পায়ের পাতা।

قال الأَزهري مَنكِب الرجل عِطْفه وإِبْطُه

আযহারী বলেন, কাঁধ ও বগলকে مَنكِب বলা হয়।[১১]

والعُنُقُ وُصْلة ما بين الرأس والجسد

মাথা ও শরীরের মধ্যকার জোড়, সংযোগকে عنق ঘাড় বলা হয়।[১২]

وكَعْبُ الإِنسان ما أَشْرَفَ فوقَ رُسْغِه عند قَدَمِه وقيل هو العظمُ الناشزُ فوق قدمِه وقيل هو العظم الناشز عند مُلْتَقَى الساقِ والقَدَمِ

পায়ের পাতার নিকট গিরার উপর উঁচুকে كَعْبُ বলে। গোড়ালির উপরস্থিত পায়ের গিঁঠ। কেউ কেউ বলেছেন, পায়ের পাতার উপর ঊর্ধ্বে ওঠা হাড়কে كَعْبُ বলে।

[১০]. আবু দাউদ ১/২৫১ হা. ৬৬৬ নামায অধ্যায়, কাতার সোজা করা পরিচ্ছেদ।

[১১]. লিসানুল আরব ৯/২৪৯।

[১২]. লিসানুল আরব ১০/২৭১।

আবার কেউ বলেছেন, পায়ের পাতা ও নলা মিলিত হবার নিকটের উর্ধ্বে ওঠা হাড়কে كَعْبُ বলে।[১৩]

القَدَم من لدن الرُّسْغ ما يطأُ عليه الإِنسان

গোড়ালির নিকটে মানুষ যার উপর হাঁটে তাকে قَدَم বলে।[১৪]

এই পাঁচটি অঙ্গকে الزاق করা তথা মিলানোর নির্দেশ এসেছে। হাদীসটির মূল অর্থ ধরে নিয়ে যদি কেউ (منكب) কাঁধের সাথে (منكب) কাঁধ, (عنق) ঘাড়ের সাথে (عنق) ঘাড়, (ركبة) হাঁটুর সাথে (ركبة) হাঁটু, (كعب) গোড়ালির সাথে (كعب) গোড়ালি, (قدم) পায়ের পাতার সাথে (قدم) পায়ের পাতা একত্রে মিলিয়ে নামায আদায় করা অসম্ভব। সুতরাং এ হাদীসের অর্থ হলো, কাতার সোজা করতে গিয়ে এ সমস্ত অঙ্গগুলি বরাবর সোজা সমান করবে। হাদীসে এসেছে- رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ তোমরা কাতারের মধ্যে মিলে মিশে দাঁড়াও। ও পাশাপাশি সাজিয়ে রাখ। ঘাড়গুলি সমান সমান্তরাল রাখ। অতএব এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উপরোক্ত অঙ্গগুলি সমান সমান্তরাল সোজা রাখতে হবে যাতে করে নামাযের কাতার সোজা হয়। এর দ্বারা মিলানো উদ্দেশ্য নয়।

কিন্তু আহলে হাদীস বন্ধুগণের কৃত আমল কনিষ্ঠা আঙ্গুলের সাথে কনিষ্ঠা আঙ্গুল মিলানোর কোন হাদীস নেই। শরীয়তে এমন কোন হুকুমের নির্দেশ দেয়া হয়নি। সুতরাং এ অযথা মেহনত করে কোনো লাভ নেই। আল্লাহ তা'আলা সকলকে সঠিক পথে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

অকিল উদ্দিন যশোরী
সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ,
গফুর ভিউ, এ/১৫৫৫, রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম।
১০ সফর ১৪৩৭ হিজরী,
২৪ নভেম্বর ২০১৫ ঈসায়ী
দুপুর : ৩ : ৫৩ মিনিট

[১৩] . লিসানুল আরব ১/৭১৭।
[১৪] . লিসানুল আরব ১২/৪৬৫।